গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৮৩

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৬
১০ নভেম্বর ২০১৯

বিষয়: **প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির সমন্বিত প্রতিবদন।**

দুর্যোগ সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদনঃ ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' (প্রতিবেদন-০৩)।

গত ৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ উত্তর আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপ ঘণিভূত হয়ে পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করে। নিম্নচাপটি গত ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ বিকাল ৩.০০টায় ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' এ রুপ নেয়।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্যঃ খুলনা ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' আরও সামান্য উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে আজ (১০ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ) সকাল ৬:০০ টায় বাগেরহাট, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে (২২.৫° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৮০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) গভীর নিম্নচাপ আকারে অবস্থান করছে। এটি আরও উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর ও বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্রমশঃ দুর্বল হতে পারে। গভীর নিম্নচাপটির প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বায়ুচপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে।

মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ১০ (দশ) নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর (পুনঃ) তিন নম্বর (পুনঃ) স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ০৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর (পুনঃ) তিন নম্বর (পুনঃ) স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ০৪ (চার) নম্বর সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর (পুনঃ) তিন নম্বর (পুনঃ) স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

গভীর নিম্নচাপটির প্রভাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চাঁদপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলা সমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ সহ ঘন্টায় ৫০-৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

২। ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' এর কারণে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের নিকট থেকে টেলিফোনে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য
১।	সাতক্ষীরা	কিছু কাঁচা ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
২।	খুলনা	কিছু গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাঁচা ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ার খবর পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে।

৩।	বাগেরহাট	ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন- ৭৮টি, ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা- ২,২৬,০০০ জন (আনুমানিক), বিধ্বস্ত বাড়ী- ৩৩,৬৩০টি (আংশিক), ১৬৫৮০টি (সম্পূর্ণ), ফসলের ক্ষতি- ১৬,২০০ হেক্টর (আংশিক) এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২ কিঃমিঃ বেড়ি বাঁধ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
৪।	ভোলা	লালমোহন উপজেরায় লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নে টর্নেডো হয়েছে। ৫-৬টি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
৫।	ঝালুকাঠি	এখনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায় নাই। ঝড়ে কিছু ধানী জমির ক্ষতি হয়েছে।
৬।	বরিশাল	কোন উপজেলায় কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।
৭।	বরগুনা	পাথরঘাটা উপজেলার চরদুয়ানি স্কুলের চালা উড়ে গেছে। এছাড়া অন্য কোন খবর পাওয়া যায় নাই।
৮।	পটুয়াখালী	৮৫টি ঘরবাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেড়িবাঁধের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।
৯।	ফেনী	বর্তমানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই।
১০।	পিরোজপুর	বর্তমানে প্রচন্ড বৃষ্টি ও বাতাস আছে। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি নাই।
১১।	লক্ষ্মীপুর	বর্তমানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
১২।	নোয়াখালী	গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ো হাওয়া বা বাতাস নাই। কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
১৩।	চট্টগ্রাম	জেলার ১৫ উপজেলার কোন উপজেলা থেকেই কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত লোক যার যার বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছে।
১৪।	কক্সবাজার	রোদ উঠেছে। কোথাও কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই।

৩। ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ এর কারণে মৃত ব্যক্তিগণের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	নিহত ব্যক্তি নাম	মৃতের কারণ
১।	খুলনা	প্রমীলা মন্ডল (৫২), স্বামী সুভাষ মন্ডল, উপজেলা- দাকোপ	১০/১১/২০১৯খ্রিঃ তারিখ খুব ভোরে অনুমতি ছাড়া আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করে নিজের বাড়ীতে যাওয়ার পরে রান্না ঘরে গাছ চাপা পড়ে
২।	পটুয়াখালী	হামিদ কাজী (৬৫), ইউনিয়ন- মাধবখালী, উপজেলা- মির্জাগঞ্জ।	ঘরের উপর গাছ পড়ে

৪। ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ এর কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাঃ

ক) দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস ও জরুরী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা- সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে আন্ত: মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভাপতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি’র সভাপতিত্বে ০৯/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

১। ০৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ দুপুর ২.০০টার উপকূলীয় এলাকার দূর্গত জনসাধারণকে নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর সম্পন্ন করতে হবে;

২। আশ্রয়কেন্দ্র উপযোগী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রস্তুত রাখা এবং প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা। আশ্রয় গ্রহণকারী জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীকে উপস্থিত থাকতে হবে;

৩। আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৪। আশ্রয়কেন্দ্রে সকলের জন্য মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে;

৫। সকল আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৬। পারিবারিক সাইলোসমূহে খাদ্য এবং বীজ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

৭। চাহিদার প্রেক্ষিতে খাদ্য গুদাম থেকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

৮। আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে বিদ্যুতের পাশাপাশি সোলার প্যানেল সচল রাখতে হবে। যে সকল আশ্রয়কেন্দ্রে সোলার প্যানেল নাই সে সকল আশ্রয়কেন্দ্রে হ্যাজাক লাইট এর ব্যবস্থা রাখতে হবে;

৯। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পর্যাপ্ত পরিমানে ঔষধ, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, শুকনা খাবার মজুদ আছে। প্রয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে এ সকল সামগ্রী গ্রহণ করতে পারবেন।

১০। আশ্রয়কেন্দ্র এবং আশ্রয়কেন্দ্রে আসা জনসাধারণের বাড়ীঘর ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত নয় এমন এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যদেরকে উপদ্রুত এলাকায় নিয়োজিত করতে হবে;

১১। আশ্রয়কেন্দ্রে ট্রাক মাউন্টেন অথবা অন্য কোন স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানিসহ স্যানিটারি ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে;

১২। সকল হাসপাতাল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক ২৪ ঘন্টা খোলা রাখাসহ সম্ভাব্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনায় পর্যাপ্ত ঔষধ, মেডিক্যাল টিম প্রস্তুত রাখতে হবে;

১৩। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রাস্তার ওপর গাছ পড়ে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে ফায়ার সার্ভিস সদস্যসহ স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় দ্রুত রাস্তা চলাচল উপযোগী করতে হবে;

১৪। বেড়ী বাঁধসমূহ পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাৎক্ষণিক মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫। বিটিভিসহ ৩২ বেসরকারি টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' সংক্রান্ত যে কোন হাল নাগাদ তথ্য তাৎক্ষণিক প্রচার করতে হবে;

১৬। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে, সে সকল নিয়ন্ত্রণ কক্ষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এনডিআরসিসি'র সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখবে;

১৭। Whats app এ Managing Cyclone Bulbul Group তৈরি করা হয়েছে। এই গ্রুপে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল সংক্রান্ত তথ্যসমূহ শেয়ার করার মাধ্যমে সবাইকে আপডেট রাখতে হবে;

১৮। ভ্যাটেনারি মেডিকেল টিমসমূহ সার্বক্ষনিকভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে;

১৯। মাঠ ফসল, মৎস্য এবং প্রাণি সম্পদ রক্ষার্থে/ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন;

২০। মোবাইল অপারেটর সমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এর আপডেট এবং জনসচেতনতামূলক text message তাৎক্ষনিক প্রচার করবে;

২১। উপদ্রুত এলাকার যে সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি এখনও বাতিল করা হয় নাই তাদের ছুটি বাতিল করতে হবে।

খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান এমপি'র সভাপতিত্বে ০৮/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় নিম্নোক্ত সিধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছেঃ

- আবহাওয়া পরিস্থিতি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে এবং এ সংক্রান্ত বুলেটিন/রিপোর্ট প্রকাশ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এনডিআরসিসি এবং সিসিপি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক খোলা থাকবে।
- এনডিআরসিসি সংশ্লিষ্ট ১৩ (তের) টি জেলার জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
- সিপিপি ও রেডক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবকগনকে তাদের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলার চলাচলের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

- আবহাওয়ার সংকেত অনুযায়ী বিভিন্ন রুটে নৌ-যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে হবে। নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- সকল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা অনুষ্ঠান করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র সমূহ প্রস্তুত রাখবেন এবং যোগাযোগ উপযোগী করবেন।
- সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসক আশ্রয়কেন্দ্রে আগত জনগনের জন্য পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা রাখবেন। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসকগণ নগদ বরাদ্দ হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করবেন।
- সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসক আশ্রয় কেন্দ্রে ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন আনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করবেন। বিপদ সংকেত অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পাওয়া মাত্র বিপদাপন্ন জনগণকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনয়ন নিশ্চিত করবেন।
- বেরিবাঁধ, ফসল, গবাদি পশু, মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি ক্ষয়-ক্ষতি রোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসক আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিত লোকজনের পাশাপাশি গবাদি পশুর জন্য নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, মেডিকেল টিম প্রস্তুতসহ আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলি নিশ্চিত করবেন।
- "ঘূর্ণিঝড় বুলবুল থেকে নিজের ও পরিবারের জীবন/সম্পদ রক্ষার জন্য শনিবার ০৯ নভেম্বর ২০১৯ দুপুর ০২. ০০ টার মধ্যে নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিন"-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই বার্তাটি সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে এবং সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে এসএমএস আকারে জনগনের মাঝে ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-কে পত্র প্রদান করতে হবে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপকূলীয় জেলাসমূহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর ছুটি বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসকগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ক্ষতিগ্রস্থ লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণের তথ্য নিম্নরুপঃ

ক্র: নং	জেলা	আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা (স্কুল, কলেজসহ)	ধারণ ক্ষমতা (জন)	আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা (০৯/১১/২০১৯ রাত ১১.৩০ টা পর্যন্ত)
০১	বাগেরহাট	২৯৫	১,১২,৪০০	১,২১,০৯৯
০২	সাতক্ষীরা	১,১৭৪	১০,২৬,৫০০	১,৭৩,০০০
০৩	খুলনা	৩৪৯	২,৩৮,৯৫০	২,০২,০০০
০৪	পটুয়াখালী	৬৮৯	৭,৯২,০০০	৬,২৪,৯১৮
০৫	ভোলা	৭০৪	৫,০০,০০০	৩,২৮,৬৩৭
০৬	বরিশাল	২৩২	১,২০,০০০	১,১০,০০০
০৭	বরগুনা	৫১০	২,৭০,৪৮৯	১,১৭,৩০৪
০৮	পিরোজপুর	২২৮	১,৭৩,০০০	৯০,৬১৬
০৯	ঝালকাঠি	৭৪	৪০,৭০০	১১,৩০৯
১০	চাঁদপুর	৩২১	৯৯,৯০৭	১৪,২০০
১১	চট্টগ্রাম	৪৭৯	৪,৪৫,০০০	২,০০,০০০
১২	ফেনী	৬৮	৩৫,০০০	১৫,০০০
১৩	নোয়াখালী	৩৬৪	৩,১৯,৭৬০	২৯,০০০
১৪	লক্ষ্মীপুর	১০০	৩০,০০০	২৯,৭২০
	মোট=	**৫,৫৮৭**	**৪২,০৩,৭০৬**	**২১,০৬,৯১৮**

৬। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) এর ৫৬,০০০ সেচ্ছাসেবক ১৪ টি জেলায় সক্রিয় থেকে ঘূর্ণিঝড় 'বুলবুল' এর আগাম সতর্ক বার্তা প্রচার, বিপদাপন্ন মানুষকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনা বিশেষ করে প্রতিবন্ধি ব্যক্তি, গর্ভবর্তী মহিলা, বৃদ্ধ, শিশুদেরকে আশ্রয় গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ে আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাও প্রদান করে। তারা প্রতিটি

আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য বিতরণসহ অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে।

৭। "ঘূর্ণিঝড় বুলবুল থেকে নিজের ও পরিবারের জীবন/সম্পদ রক্ষার জন্য শনিবার ০৯ নভেম্বর ২০১৯ দুপুর ০২. ০০ টার মধ্যে নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিন"-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এই বার্তাটি সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে এবং সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে এসএমএস আকারে জনগনের মাঝে ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-কে গত ৮/১১/২০১৯ খ্রি: তারিখ পত্র প্রদান করা হয়েছে।

৮। <u>দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা ভিত্তিক মোট ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের তথ্যঃ</u>

ঘূর্ণিঝড়সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলীয় সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে বরাদ্দঃ

তারিখ	জেলার সংখ্যা	জিআর চাল (মেঃটন)	জিআর (ক্যাশ)	শুকনো খাবার (প্যাকেট)	শিশু খাদ্য (টাকা)	গো খাদ্য (টাকা)
০৮/১১/২০১৯	১৩ জেলা	২,০০০ (দুই হাজার)	১,১০,০০০০০/- (এক কোটি দশ লক্ষ)	১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার)	৯,০০,০০০ (নয় লক্ষ)	৯,০০,০০০ (নয় লক্ষ)
০৯/১১/২০১৯	১৫ জেলা	২,৩০০ (দুই হাজার তিনশত)	৭৫,০০,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ)	_	_	_
মোট	_	**৪,৩০০**	**১,৮৫,০০০০০/-**	**১৪০০০**	**৯,০০,০০০/-**	**৯,০০,০০০/-**

২ । ইহা মহোদয়ের সদয় অবগিতর জন্য প্রেরণ করা হলো।

১০-১১-২০১৯

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অধিশাখা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৮৩/১(৬৫)

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৬ / ১০ নভেম্বর ২০১৯

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
২) পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৩) পরিচালক , ত্রাণ অনুবিভাগ , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৪) উপপরিচালক , পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৬) প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা

১০-১১-২০১৯

মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা